জনকল্যাণমূলক কাজে
জানুয়ারি ২০০৯ - জুন, ২০১৭পর্যন্ত সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডর মাধ্যমে নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে আসছে। নিম্নে জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ তুলে ধরা হল:

প্রবাসী কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক সেবাসমূহ

বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের সহায়তা:
বিদেশগামী কর্মীদের নিরাপদে বিদেশ গমন এবং প্রত্যাবর্তনকালে বিমানবন্দরে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেটস্থ ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট এবং চট্টগ্রামের শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে "প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক" স্থাপন করা হয়েছে। এ ডেস্কের মাধ্যমে কর্মীদের প্রয়োজনীয় সকল ধরণের সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ৫০ লক্ষ বিদেশগামী কর্মীকে বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং:
চাকরি নিয়ে বিদেশ গমনকারী কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশের আইন ও নিয়ম-কানুন , রীতি-নীতি, ভাষা, শ্রম আইন, আবহাওয়া ও পরিবেশ, অধিকার-কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিতে বিদেশ গমনের পূর্বে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়। ২০০৯ হতে জুন , ২০১৭ সাল পর্যন্ত ২ লক্ষ ৫৪ হাজার জন বিদেশগামী কর্মীকে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষাবৃত্তি:
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ যোগাতে ২০১২ সাল থেকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে স্নাতক শেষবর্ষ পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০১২ হতে জুন , ২০১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণিতে ৪,৪৫৫ জন শিক্ষার্থীকে ৬ কোটি ৫২ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

মৃতদেহ দেশে আনয়ন:
প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর পরিবারের লিখিত মতামত সাপেক্ষে মৃতদেহ শ্রম কল্যাণ উইংয়ের সহায়তায় দেশে আনয়ন অথবা সংশ্লিষ্ট দেশে দাফন করা হয়। কোন কর্মীর মৃতদেহ নিয়োগকর্তার খরচে দেশে আনা সম্ভব না হলে সে সকল মৃতদেহ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে দেশে আনা হয়। ২০০৯ হতে জুন , ২০১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ হতে ২৫ ,২৯৬ জন কর্মীর মৃতদেহ দেশে আনা হয়েছে। এতে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ব্যয় করা হয়েছে ৬ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা।

মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান:
প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ বিমানবন্দরস্থ "প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক" কর্তৃক তার পরিবারের নিকট হস্তান্তরের সময় তাৎক্ষণিকভাবে তার পরিবারকে "মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ ৩৫ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্যের চেক প্রদান করা হয়। ২০০৯ সালের পূর্বে বিমানবন্দর হতে মৃতদেহ গ্রহণের সময় তাৎক্ষণিকভাবে পরিবহন ও দাফন খরচ প্রদান করা হতো না। ২০০৯ হতে জুন , ২০১৭ পর্যন্ত প্রবাসে মৃত ১৯ ,৯৮০ জন কর্মীর পরিবারকে মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন ব্যয় বাবদ ৬৬ কোটি ২২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়েছে।

আর্থিক অনুদান প্রদান:
বিদেশে বৈধভাবে গমন করে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর প্রত্যেক পরিবারকে বোর্ড হতে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৩ সালের পূর্বে আর্থিক অনুদান বাবদ মৃত কর্মীর পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে দেয়া হতো , ২০১৩ সাল থেকে উক্ত আর্থিক অনুদানের পরিমান বৃদ্ধি করে ৩ লক্ষ করে টাকা দেয়া হচ্ছে। ২০০৯ হতে জুন , ২০১৭ পর্যন্ত প্রবাসে মৃত ১৮ ,৫৬৯ জন কর্মীর পরিবারকে ৪৬৬ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ ইন্স্যুরেন্স এর আদায় ও বিতরণ:

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা অথবা অন্য কো নো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে অথবা বকেয়া বেতন অথবা সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্সের অর্থ পাওনা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশ মিশ নের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং আদায়কৃত অর্থ মৃতের ওয়ারিশদের অনুকূলে যথাযথভাবে বিতরণ করা হয়। ২০০৯ হতে জুন , ২০১৭ পর্যন্ত প্রবাসে মৃত ৪,৯৭১ জন কর্মীর অনুকূলে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য অর্থ বাবদ আদায়কৃত ৩১৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা তাঁদের ওয়ারিশদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান:
প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় গুরুতর আহত , অসুস্থ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মীদের বোর্ড হতে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০০৯ হতে জুন , ২০১৭ পর্যন্ত ১৪০ জন অসুস্থ কর্মীকে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

অসুস্থ কর্মী দেশে আনয়ন ও হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা:

বিদেশে বিভিন্ন কারণে গুরুতর আহত , অসুস্থ, এবং শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কো নো কর্মীকে দেশে আনার প্রয়োজন হলে তাকে দেশে আনয়ন , এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদান এবং সরকারি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য ২০১৪ সাল হতে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন সমূহের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের সহযোগিতায় এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় বিদেশ হতে অসুস্থ কর্মীকে দেশে আনা হচ্ছে। ২০১৪ হতে জুন , ২০১৭ পর্যন্ত ৭৮ জন কর্মীকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় দেশে ফেরত এনে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সেইফ হোম স্থাপন:
বিদেশে কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার বাংলাদেশি নারী কর্মীদের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের সহায়তায় উদ্ধার করে সাময়িকভাবে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করা হয়। তাদের আহার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। এ লক্ষ্যে সৌদি আরবের রিয়াদ ও জেদ্দা, ওমান, জর্ডান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে সেইফ হোম স্থাপন করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সেইফ হোম পরিচালনায় ২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

বিদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহায়তা:

বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীর সন্তানদের শিক্ষা অর্জনে সহায়তাকল্পে বাংলাদেশি কমিউনিটি কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০০৯ হতে জুন , ২০১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি স্কুলসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় বোর্ড হতে ১৮ কোটি ৭২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে কোটা সংরক্ষণ:

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের প্রচেষ্টায় সরকার ২০১৬ সাল হতে দেশের সকল উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ সমূহে একাদশ শ্রেণির ভর্তিতে প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের জন্য ০.৫% কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শ্রেণির ভর্তিতে আসন সংরক্ষিত রয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের তহবিল গঠনে সহায়তা:

বিদেশগামী অস্বচ্ছল কর্মীদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ২০১০ সালে "প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক" স্থাপন করেছে। এ ব্যাংকের তহবিল গঠনে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ১৪৫ কোটি টাকা প্রদান করে ব্যাংকের তহবিল গঠনে সহায়তা করা হয়েছে।

আইনগত সহায়তা প্রদান:

প্রবাসে কর্মরত কর্মীকে যে কো নো প্রয়োজনে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। দেশে কর্মীর সম্পদ রক্ষা এবং তার পরিবারের নিরাপত্তাজনিত অথবা অন্য কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ এবং দেশে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। বিদেশে আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য শ্রম কল্যাণ উইংয়ের অনুকূলে বোর্ড হতে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়।

প্রবাসী কল্যাণ ভবন নির্মাণ:

বিদেশগামী কর্মীদের যাবতীয় সেবা একই স্থান হতে প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকার ইস্কাটন গার্ডেনে ২০ তলা বিশিষ্ট "প্রবাসী কল্যাণ ভবন" নির্মাণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১১ সালের ১৮ ডিসেম্বর এই ভবন উদ্বোধন করেন। এ ভবনে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড , বিএমইটি, বোয়েসেল এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রবাসী কর্মী ও তার পরিবারের সদস্যদেরকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদান করছে।

রাজনৈতিক অস্থিরতারকারণে কর্মীদের দেশে ফেরত আনয়ন:

২০১০ সালে লিবিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশি কর্মীদের জীবন সংকটাপন্ন হলে সরকারের উদ্যোগে প্রায় ৩৭ হাজার কর্মীকে দেশে ফেরত আনা হয়। এ সময় তাদের কে শুকনা খাবার, পানি, বাস/ট্রেনযোগে স্টেশনে যাওয়ার ব্যবস্থা এবং বা ড়ি যাওয়ার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে নগদ ১০০০/- করে টাকা দেয়া হয়। এতে বোর্ডের প্রায় ৪ কোটি টাকা খরচ হয়। এছাড়া বিশ্বব্যাংক ও IOM এর সহযোগিতায় প্রত্যেক কর্মীকে ৫০ হাজার টাকা অনুদান দেয়া হয়।

নিরাপদ অভিবাসনে স্মার্টকার্ড প্রদান:

অবৈধভাবে বিদেশ গমন ও প্রতারণা রোধ তথা নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে বিদেশগামী কর্মীদের আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন (ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও ছবিসহ) স্মার্টকার্ড প্রদান করা হচ্ছে। এই স্মার্টকার্ড প্রদানের জন্য জুন , ২০১৪ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৩ বছরে ১৯ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা অত্র বোর্ড হতে প্রদান করা হয়েছে।

ডিইএমওসমূহে বাজেট প্রদান:

প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণমূলক কাজ যেমন- ভ্রমণ , জনসচেতনতামূলক প্রচার, কর্মী রেজিস্ট্রেশনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (DEMO) সমূহে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়।
২০০৯ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ডিইএমও সমূহে মোট ৩ কোটি ৪৩ লক্ষ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদান:
প্রবাসে মৃত ও অসুস্থ কর্মীদের পরিবহনের জন্য শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর , চট্টগ্রাম-এ স্থাপিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কে একটি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর , ঢাকায় অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ০২ টি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হবে।

অনাবাসী বাংলাদেশিদের বোর্ডের সদস্য পদ প্রদান:
বিদেশে বসবাসত অনাবাসী বাংলাদেশিদের (ডায়াসপোরা) দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে ২০১৭ সাল হতে কল্যাণ বোর্ডের সদস্য পদ প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে তারা কল্যাণ বোর্ড প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হচ্ছেন।

শ্রম উইং সংখ্যা বৃদ্ধি:
২০০৯-২০১৭ পর্যন্ত ১৭টি দেশে ১৮টি নতুন শ্রম উইং (ব্রুনাইদক্ষিণ কোরিয়া, ইতালীর রোম ও মিলানমালদ্বীপ, মিশর, হংকং, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, গ্রীস, জেনেভা, রাশিয়া, থাইল্যান্ডইরাক, জাপান, জর্ডান, স্পেনএবং মরিশাস) খোলা হয়।লেবাননে ৩০ তম শ্রম উইং খোলার কার্যক্রম চলমান আছে।

প্রবাসী কর্মীদের সিআইপি সম্মাননা প্রদান
প্রবাসীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ সরকার প্রতি বছর সর্বোচ্চ রেমিটেন্সপ্রেরণকারী নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রবাসী কর্মীকে Commercially Important Person (CIP) মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করে থাকে। বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনাবাসি বাংলাদেশী) নির্বাচন নীতিমালা, ২০১০ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৬৬ জন প্রবাসী বাংলাদেশীকে সিআইপি (NRB) সম্মাননা, প্রদান করা হয়। উক্ত নীতিমালায় ২০১৬ সাল থেকে ৯০ জন প্রবাসী বাংলাদেশীকে এ সম্মাননা প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।

****